দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 8 APR 2009
পৃঃ ৭ কলাম ৬

কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে নতুন কমিটি

শিক্ষানীতির সুপারিশ প্রণয়নে ৯০ দিনের সময়সীমা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ২০০০ সালে প্রণীত শিক্ষা নীতিকে (ড. শামসুল হক শিক্ষা নীতি) যুগোপযোগী করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। দুই-একদিনের মধ্যেই সরকারের কাছে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটির নাম ঘোষণা করা হবে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতির সুপারিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। সুপারিশ প্রণয়নে কমিটি সময় পাচ্ছে ৯০ দিন। কমিটিতে থাকছেন ১৬ শিক্ষাবিদ, শিক্ষক নেতা ও অর্থনীতিবিদ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যরা হলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, ঢাবি শিক্ষক অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ফরকুল আলম, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাবি শিক্ষক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ও অধ্যাপক জারিনা রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, মো. আবু হাফিজ, ঢাকা সরকারি আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মওলানা অধ্যাপক এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সংবাদ লিমিটেডের পরিচালক নিহাদ কবির ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী। কমিটিতে সদস্য সচিব করা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির নায়েম (পরিচালক প্রশিক্ষণ) শেখ একরামুল কবিরকে। তবে কমিটি প্রয়োজনে নির্ধারিত সদস্যের বাইরে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

শিক্ষামন্ত্রী সোমবার এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, তারা আর কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কমিশন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষা নীতিকেই 'যুগোপযোগী করে' নতুন একটি শিক্ষা নীতি করা হবে।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকারের আমলে ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু কোন কমিশনের রিপোর্ট বা সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল।